ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৪০ বর্ষ ৫ ম সংখ্যা | ওয়েবসাইট : du.ac.bd/du_barta | ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩, ৩১ মে, ২০২৬

ঢাবি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর মতবিনিময়।। ‘ভবিষ্যৎ আপনাদের, দেশ গড়ার নেতৃত্বও আপনাদের নিতে হবে’- প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান বলেছেন, বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ বর্তমান তরুণ প্রজন্মের হাতে। অতীতের ব্যর্থতা নিয়ে পড়ে না থেকে ভবিষ্যৎ নির্মাণে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, আমি যতটা বলতে চাই, তার চেয়ে বেশি শিক্ষার্থীদের কথা শুনতে চাই। ভবিষ্যৎ আপনাদের; দেশকে এগিয়ে নিতে আপনাদেরই নেতৃত্ব দিতে হবে।

গত ১২ মে ২০২৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবনের অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তিনি এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম।

অনুষ্ঠানের প্রধান সমন্বয়কারী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মোর্শেদ হাসান খান। এসময় শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহসানুল হক মিলন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, শিক্ষা উপদেষ্টা ড. মাহদী আমিন-সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাবৃন্দ, সংসদ সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট দফতরের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সঞ্চালন করেন জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ্ আল মামুন।

অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম ও মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক অধ্যাপক ড. মোর্শেদ হাসান খান প্রধানমন্ত্রীর হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দেন।

মতবিনিময়কালে শিক্ষার্থীরা আবাসন সংকট, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি ও হলের রিডিং রুমে আসনসংকট, সরকারি চাকরিতে অনিয়ম, গবেষণায় সীমাবদ্ধতা, শিল্প-একাডেমিয়া সহযোগিতা, ভাষাশিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, ফার্মাসি-উটিক্যাল শিল্প, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, সংস্কৃতি ও সৃজনশীল শিল্পের বিকাশসহ নানা বিষয়ে প্রশ্ন করেন। এসব প্রশ্নের খোলামেলা উত্তর দেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দীর্ঘদিনের দুর্নীতি, অপচয় ও অনিয়ম দেশের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করেছে। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, বড় বড় প্রকল্পে অতিরিক্ত ব্যয়ের বোঝা শেষ পর্যন্ত জনগণের ওপরই পড়ে। এই বাস্তবতায় রাষ্ট্রের সম্পদের সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে তিনি দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও মানসিকতার পরিবর্তনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের শুধু তাত্ত্বিক জ্ঞান নয়, ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জনেও গুরুত্ব দিতে হবে। এ লক্ষ্যে সরকার বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয় বাড়িয়ে ইন্টার্নশিপ, অ্যাপ্রেন্টিসশিপ এবং ইন্ডাস্ট্রি-একাডেমিয়া সহযোগিতা জোরদারের উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি জানান, শিক্ষার্থীরা যেন পড়াশোনার পাশাপাশি বাস্তব কর্মপরিবেশ সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে, সে জন্য নতুন নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলছে।

গবেষণা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিংয়ে পিছিয়ে থাকার অন্যতম কারণ গবেষণা ও মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগে ঘাটতি। মেধা ও একাডেমিক যোগ্যতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষক নিয়োগ এবং গবেষণা সংস্কৃতি জোরদারের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। একইসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যালামনাইদের গবেষণা ও উদ্ভাবনে সম্পৃক্ত হওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী।

শিক্ষার্থীদের ভাষা শিক্ষা সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী জানান, সরকার স্কুল পর্যায় থেকেই তৃতীয় ভাষা শিক্ষা চালুর পরিকল্পনা নিয়েছে। ইংরেজির পাশাপাশি চীনা, জাপানি, ফরাসি, জার্মানসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ভাষা শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা হবে। তিনি বলেন, ভবিষ্যৎ কর্মবাজারে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে ভাষা শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি আরও বলেন, সংস্কৃতি, খেলাধুলা ও সৃজনশীল চর্চাকে শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে স্কুল পর্যায় থেকেই ভাষা, সংস্কৃতি, খেলাধুলা ও কারিগরি দক্ষতার সমন্বয়ে একটি বহুমাত্রিক শিক্ষা কাঠামো গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন তিনি।

স্বাস্থ্যসেবা বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর জন্য টেকসই স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে সরকার প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্যসেবার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছে। এ লক্ষ্যে এক লাখ স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগের পরিকল্পনার কথাও তিনি জানান।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, তরুণদের স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। ভূমিকম্পসহ বিভিন্ন দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক তৈরিতে বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে সম্পৃক্ত করার বিষয়েও সরকার কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা গবেষণার জন্য আন্তর্জাতিক ডাটাবেজে প্রবেশাধিকার, ভাষাভিত্তিক বিষয়সমূহে সরকারি চাকরিতে কোড অন্তর্ভুক্তি, সৃজনশীল শিল্পের বিকাশ এবং জাদুঘর ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণে নতুন বিভাগ চালুর দাবি জানান। প্রধানমন্ত্রী

(পৃষ্ঠা ২ কলাম ১)

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী ঢাবির নতুন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানীকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলরের অনুমোদনক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ, ১৯৭৩-এর আর্টিকেল ১৩ (১) অনুযায়ী গত ৭ মে ২০২৬ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানীকে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) হিসেবে নিয়োগ প্রদান করা হয়।

নিয়োগ লাভের পর ওই দিন বিকালে অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) হিসেবে যোগদান করেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম, সদ্য বিদায়ী প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী-সহ বিভিন্ন অনুষদের

(পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩)

বিশ্বকবির ১৬৫ তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ৮ মে ২০২৬ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৬৫তম জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে আর. সি. মজুমদার আর্টস মিলনায়তনে এক আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম (সিরাজ সালেকীন) ‘শান্তি ও মানবতার কবি রবীন্দ্রনাথ’ শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। এসময় চারুকলা অনুষদের ডিন, সংগীত বিভাগ ও নৃত্যকলা বিভাগের চেয়ারপার্সন-সহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড.

(পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩)

পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষ্যে উপাচার্যের শুভেচ্ছা

পবিত্র ঈদুল আযহা উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ঈদ মোবারক জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছা বার্তায় উপাচার্য বলেন, পবিত্র ঈদুল আযহা মহান ত্যাগ, আত্মশুদ্ধি, সহমর্মিতা ও মানবকল্যাণের অনন্য শিক্ষা বহন করে। হযরত ইবরাহিম (আ.)-এর মহান আত্মত্যাগের আদর্শ আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে সত্য, ন্যায় ও মানবিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় অনুপ্রেরণা জোগায়।

তিনি বলেন, ঈদের আনন্দ তখনই পরিপূর্ণতা পায়, যখন সমাজের সকল মানুষের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করা যায়। তাই অসহায়, সুবিধাবঞ্চিত ও দরিদ্র মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান

(পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩)

‘গভর্নেন্স এক্সপেরিয়েন্স এক্সচেঞ্জ’ শীর্ষক চীন-বাংলাদেশ গোলটেবিল বৈঠক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার ফর চায়না স্টাডিজ এবং চীনের সাংহাই ইনস্টিটিউটস ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ (এসআইআইএস)-এর যৌথ উদ্যোগে ‘গভর্নেন্স এক্সপেরিয়েন্স এক্সচেঞ্জ’ শীর্ষক দিনব্যাপী চীন-বাংলাদেশ গোলটেবিল বৈঠক গত ৮ মে ২০২৬ ঢাকার ইন্টার-কন্টিনেন্টালে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উদ্বোধনী অধিবেশনে শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহছানুল হক মিলন প্রধান অতিথি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম, বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত মি. ইয়াও ওয়েন ও চীনের সাংহাই ইনস্টিটিউটস ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. চেন দোংজিয়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ (বিআইআইএসএস)-এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল এ এস এম রিদওয়ানুর রহমান উদ্বোধনী অধিবেশন সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, চীন বাংলাদেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ও বিশ্বস্ত উন্নয়ন সহযোগী। দুই দেশের মধ্যে বিরাজমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদারের পাশাপাশি অবকাঠামোগত উন্নয়ন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, ডিজিটাল রূপান্তর এবং শিল্প উন্নয়নে যৌথ সহযোগিতা সম্প্রসারণের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, একটি আধুনিক ও জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিক্ষা, গবেষণা এবং দক্ষতা উন্নয়নে আরও সহযোগিতামূলক

(পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩)

ঢাবি এবং চীনের টংজি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

শিক্ষা, গবেষণা ও একাডেমিক সহযোগিতা জোরদারের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের টংজি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত ৭ মে ২০২৬ উপাচার্যের সভাকক্ষে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং টংজি বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী অফিসের পরিচালক অধ্যাপক চেন ইলি নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, ফার্মেসী অনুষদের ডিন

(পৃষ্ঠা ২ কলাম ১)

যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতীয় কবির জন্মবার্ষিকী উদযাপিত

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের চেতনা ধারণের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেছেন, তাঁর জীবন ও সাহিত্যকর্ম আমাদের অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে শেখায়। নজরুলের চেতনা ধারণ করে সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। গত ২৫ মে ২০২৬ (১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩৩) জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে কবি’র সমাধি প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক স্মরণসভায় সভাপতির বক্তব্যে উপাচার্য এসব কথা বলেন।

স্মরণসভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বক্তব্য রাখেন । বাংলা একাডেমির

(পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩)

ঢাবি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর মতবিনিময়

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় নীতিগত উদ্যোগ নেওয়ার আশ্বাস দেন।অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের মতবিনিময় একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ উদ্যোগ, যা দেশের উচ্চশিক্ষা ও ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

উপাচার্য বলেন, ভাষা আন্দোলন, মহান স্বাধীনতা যুদ্ধ, নব্বইয়ের গণ-অভ্যুত্থান এবং ২০২৪ সালের গণ-অভ্যুত্থানসহ দেশের প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও জাতীয় আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। একইসঙ্গে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেশ গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

তিনি বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া অতীতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন। তাঁদের ধারাবাহিকতায় বর্তমান প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের এ আগমন ইতিহাসে একটি অনন্য সংযোজন হিসেবে বিবেচিত হবে।

অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম আরও বলেন, শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান মেধাবী শিক্ষার্থীদের নিয়ে 'হিজবুল বাহার' কর্মসূচির আয়োজন করেছিলেন এবং শিক্ষার্থীদের চিন্তা, পরামর্শ ও মেধাকে জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, 'সবার আগে বাংলাদেশ' স্লোগানকে সামনে রেখে প্রধানমন্ত্রী যে উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করছেন, আজকের এই মতবিনিময় অনুষ্ঠান সেই লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, শিক্ষার্থীদের মতো শিক্ষকদের সঙ্গেও একটি পৃথক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষকবৃন্দ তাঁদের অভিজ্ঞতা ও মতামতের মাধ্যমে দেশ গঠনের কার্যক্রমে আরও কার্যকর অবদান রাখতে পারবেন।

ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অনুষ্ঠানের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যাপক ড. মোর্শেদ হাসান খান। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর এমন উন্মুক্ত সংলাপ দেশের উচ্চশিক্ষা ও গণতান্ত্রিক চর্চায় নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতেও প্রধানমন্ত্রী দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এ ধরনের মতবিনিময়ে অংশ নেবেন।

এর আগে, সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে 'ট্রান্সফর্মিং হাইয়ার এডুকেশন ইন বাংলাদেশ: রোডম্যাপ টু সাসটেইনেবল এক্সিলেন্সি' শীর্ষক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। কর্মশালার উদ্বোধনী পর্বে সভাপতিত্ব ও মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ। এতে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ড. আ ন ম এহসানুল হক মিলন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা উপদেষ্টা ড. মাহদী আমিন-সহ জাতীয় অধ্যাপক, নীতিনির্ধারক, শিক্ষক, গবেষক, শিল্পখাতের প্রতিনিধি, কূটনৈতিক ব্যক্তিবর্গ ও উন্নয়ন সহযোগীরা। কর্মশালাটির আয়োজন করে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন।

স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটে ডিরেক্টরস অ্যাওয়ার্ড প্রদান

স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউটের 'ডিরেক্টরস অ্যাওয়ার্ড' প্রদান অনুষ্ঠান গত ১৭ মে ২০২৬ অধ্যাপক মুজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক ড. শাফিউন নাহিন শিমুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম। এসময় ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালকবৃন্দ, শিক্ষকবৃন্দ, শিক্ষার্থী, অভিভাবক এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, কাজের স্বীকৃতিই সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি। একটি ছোট্ট সনদ কিংবা সম্মাননাও শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ পথচলায় গুরুত্বপূর্ণ অনুপ্রেরণা জোগায়। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীদের ভালোবাসা ও গ্রহণযোগ্যতাই একজন শিক্ষকের প্রকৃত অর্জন। এ ধরনের পুরস্কার শিক্ষার্থীদের মধ্যে ইতিবাচক প্রতিযোগিতা ও উৎকর্ষ সাধনের মনোভাব তৈরি করে।

তিনি আরও বলেন, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইনস্টিটিউট নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে বর্তমানে একটি শক্ত অবস্থানে পৌঁছেছে এবং দেশের স্বাস্থ্য ও অর্থনীতি খাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। ভবিষ্যতে এই ইনস্টিটিউট থেকে আরও দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ তৈরি হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে এমএসএস পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য ২০২১ সালের মো. জাওয়াদ কামরান, ২০২২ সালের ওয়াহিদ চৌধুরী এবং ২০২৩ সালের সাদ আস সামিকে 'ডিরেক্টরস অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হয়। এছাড়া বিএসএস পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য ২০২১ সালের ওয়াহিদ চৌধুরী, ২০২২ সালের সাদ আস সামি এবং ২০২৩ সালের কাব্য কনীনিকা রহমান পুরস্কৃত হন। একই সঙ্গে ২০২৫ সালে শিক্ষকতায় অনন্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে 'আইএইচই টিচার্স এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড' লাভ করেন ওয়াহিদ চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ পুরস্কারপ্রাপ্তদের হাতে সার্টিফিকেট, মেডেল এবং আর্থিক চেক তুলে দেন।

ঢাবি এবং চীনের টংজি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

অধ্যাপক ড. সেলিম রেজা, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম, ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশের উপাচার্য ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. সামসাদ মর্তূজা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স অফিসের পরিচালক অধ্যাপক ড. সৈয়দা রোযানা রশীদ, কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. ইয়াং হুই, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ, টংজি বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অব কন্টিনিউয়িং এডুকেশনের ডিন অধ্যাপক জিন ফু'আন ও সংশ্লিষ্ট দফতরের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী, দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থী ও প্রশাসনিক কর্মকর্তা বিনিময়, যৌথ গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা, তথ্য আদান-প্রদান, সেমিনার, সম্মেলন, কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজনসহ উচ্চশিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা হবে। এছাড়া প্রকাশনা ও অন্যান্য একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমেও পারস্পরিক সহযোগিতা সম্প্রসারণ করা হবে।

এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং টংজি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিদ্যমান একাডেমিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় হবে এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে বলে সংশ্লিষ্টরা আশা প্রকাশ করেন।উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, বাংলাদেশ এবং চীনের মধ্যে দীর্ঘদিনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষা, প্রযুক্তি ও গবেষণাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে চীনের সহযোগিতা আমরা গভীরভাবে মূল্যায়ন করি।

তিনি আরও বলেন, আজ আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং টংজি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করছি, তা দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একাডেমিক সহযোগিতা আরও সুদৃঢ় করবে। এর মাধ্যমে যৌথ গবেষণা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বিনিময়, উদ্ভাবনী কার্যক্রম, গবেষণা সহযোগিতা এবং বিভিন্ন একাডেমিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টি হবে। উপাচার্য বলেন, এই অংশীদারিত্ব ভবিষ্যতে দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও গবেষকদের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে এবং জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে উভয় প্রতিষ্ঠানই উপকৃত হবে।

নতুন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন)

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ডিন, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালকসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল সংখ্যক শিক্ষক ও কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম নব-নিযুক্ত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানীকে স্বাগত জানিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক উৎকর্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

উপাচার্য বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি ঐতিহ্যবাহী উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখানে দল-মতের উর্ধ্বে উঠে একাডেমিক পরিবেশ বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের ওপর গুরুত্বারোপ করেন এবং এক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা চান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নব-নিযুক্ত প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী দায়িত্ব গ্রহণ করে মহান আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা ও সুনাম অক্ষুণ্ন রাখতে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মবার্ষিকী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আবদুস সালাম বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে তিনি বিশ্ব দরবারে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিয়েছেন। বিশ্বকবির শিক্ষা দর্শন অনুধাবনের মাধ্যমে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল অর্জনের পাশাপাশি মানবিক, সৃজনশীল ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

তিনি বলেন, রবীন্দ্রনাথ আমাদের শিখিয়েছেন, মানুষের পরিচয় ধর্ম, বর্ণ বা জাতিতে নয়, বরং মানুষের পরিচয় মানবতায়। বিশ্বকবির প্রকৃতি প্রেম ও সমাজ ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পরিবেশ দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী বলেন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রেই সফল ও সার্থকভাবে বিচরণ করেছেন। তাঁর রচনায় প্রকৃতি ও মানব প্রেম, শিক্ষা দর্শন, সমাজ ভাবনা, অহিংস চিন্তা, শান্তি ও সম্প্রীতি এবং মানবমুক্তির সর্বজনীন ভাবনা প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর জীবন-দর্শন থেকে শিক্ষা নিয়ে আলোকিত মানুষ হিসেবে গড়ে উঠার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

জাতীয় কবির জন্মবার্ষিকী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মহাপরিচালক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আজম 'দ্রোহের কবি, প্রাণের কবি নজরুল' শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন। বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সিরাজুল ইসলাম (সিরাজ সালেকীন) অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। সংগীত বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীগণ অনুষ্ঠানে নজরুল সংগীত পরিবেশন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম জাতীয় কবির স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, অনেক ঘাত-প্রতিঘাত ও অভাব-অনটনের মধ্যেও তাঁর লেখনী থেমে থাকেনি।

বাংলা সাহিত্যের প্রতিটি অঙ্গনে তাঁর সফল বিচরণ ছিল। জাতীয় কবিকে তিনি সাম্যের কবি, বিদ্রোহের কবি, প্রেমের কবি, শান্তির কবি ও সব্যসাচী কবি হিসেবে অভিহিত করে বলেন, গবেষণা ও চর্চার মাধ্যমে তাঁর দর্শনকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তাঁর আদর্শ ও চেতনা ধারণ করে অসাম্প্রদায়িক সমাজ গড়ে তুলতে হবে।

বহুমাত্রিক গুণের অধিকারী জাতীয় কবির চেতনা সমাজ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে যুগেযুগে অনুপ্রেরণা জোগাবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

জিয়াউর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দোয়া মাহফিল

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৪৫তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ৩০ মে ২০২৬ বাদ আসর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামিআ'য় দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়। এর আগে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের জীবন ও কর্ম নিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাহিদুজ্জামান শিপন সংক্ষিপ্ত আলোচনায় অংশ নেন।

এ সময় বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট-সহ বিপুল সংখ্যক শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, তিনি বাংলাদেশের সকল অর্জনের একমাত্র কৃতিত্বের দাবিদার। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং সেক্টর কমান্ডার হিসেবে সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় তাঁর অবদান জাতি চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। দেশ ও জাতির প্রয়োজনে তিনি সর্বদা ত্রাতার ভূমিকা পালন করেন। একদলীয় শাসন থেকে তিনি দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করেন। ক্ষুধা ও দারিদ্র্য থেকে দেশকে উদ্ধার করে স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তোলেন। তাঁর সততা, দেশপ্রেম ও পররাষ্ট্রনীতি এখনো সকলের জন্য অনুকরণীয়। শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শ ধারণ করে দেশে সুশাসন ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

১০ শিক্ষার্থী পেলেন 'অধ্যাপক ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ' বৃত্তি

ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের বিভিন্ন বর্ষের সেমিস্টার ফাইনাল পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জন করায় ১০ জন শিক্ষার্থীকে 'অধ্যাপক ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ ট্রাস্ট ফান্ড' বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম গত ১৮ মে ২০২৬ আর সি মজুমদার আর্টস অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

কোষাধ্যক্ষ এবং ট্রাস্ট ফান্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে 'অধ্যাপক ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ : স্মৃতি সত্তায় অনন্ত' শীর্ষক স্মারক বক্তৃতা প্রদান করেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের পরিচালক ও ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো আবুল কালাম সরকার।

স্বাগত বক্তব্য দেন ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা প্রয়াত অধ্যাপক ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ-এর কন্যা মনজুলা মোরশেদ এবং ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. মনিরা বেগম।

অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন বিভাগীয় প্রভাষক মোহাম্মদ ইনজামাম।বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন, রিয়া আক্তার, মো. আলামীন মিয়া, বন্যা বসু, মো. মহিবুল্লাহ, মোছা. শরিফা আক্তার, আলফি শাহরিন বুশরা, মোছা. রিয়া আক্তার, জান্নাতুল ফেরদৌস মীম, হাসনাদাদ খান স্বচ্ছ এবং আসমা আক্তার।

আইবিএ'র ৫৮তম সমাবর্তন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট (আইবিএ)-এর ৫৮তম সমাবর্তন গত ১৫ মে ২০২৬ বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি উপস্থিত থেকে হিসেবে গ্র্যাজুয়েটদের হাতে সার্টিফিকেট তুলে দেন।

আইবিএ'র পরিচালক অধ্যাপক ড. আবু ইউসুফ মো. আব্দুল্লাহ'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সাবেক অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর অধ্যাপক ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ সমাবর্তন বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অধ্যাপক ড. মো. ইফতেখারুল আমিন স্বাগত বক্তব্য দেন। এমবিএ প্রোগ্রামের মো. শফিক আজিজ হিমেল, বিবিএ প্রোগ্রামের মাইশা ইসলাম মোনামি এবং এক্সিকিউটিভ এমবিএ প্রোগ্রামের আরাফাত সাকলাইন অনুভূতি ব্যক্ত করেন। বিবিএ ৩১ ব্যাচের শিক্ষার্থী বাসমাহ্ জোওরা ও ৩২ ব্যাচের আহনাফ হাসান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন। এসময় আইবিএ'র

(পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩)

উপাচার্যের সঙ্গে বিদেশি অতিথিদের সাক্ষাৎ

ফরাসি বিশেষজ্ঞ

ফ্রান্সের সমুদ্রবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ ড. তনিয়া অ্যাস্ট্রিড কাপুয়ানো গত ২৮ এপ্রিল ২০২৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ওশান গভারন্যান্স-এর পরিচালক ড. কে এম আজম চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করার সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন।ৎ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আরও যৌথ সহযো-গিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের উপরও তাঁরা গুরুত্বারোপ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ফ্রান্সের সিএনআরএস-এর মধ্যে শিগগিরই একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের বিষয়ে তাঁরা ঐকমত্য প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, ফ্রান্সের সমুদ্রবিজ্ঞান বিশেষজ্ঞ ড. তনিয়া অ্যাস্ট্রিড কাপুয়ানো গত ৩ বছর যাবৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ওশান গভারন্যান্স-এ ভিজিটিং ফেলো হিসেবে কর্মরত আছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইউরোপের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা এবং যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণের ক্ষেত্রেও কার্যকর ভূমিকা পালন করছেন। ফ্রান্স ও ইতালিসহ বিভিন্ন ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক জোরদার করার ক্ষেত্রেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের গবেষণার মানোন্নয়নে সহযোগিতার জন্য অতিথিকে ধন্যবাদ জানান। আগামী দিনেও তাঁর এই সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ-এর পরিচালক

ঢাকাস্থ আলিয়ঁস ফ্রঁসেজ-এর পরিচালক মি. ফ্রাঁসোয়া চামব্রো গত ২৯ এপ্রিল ২০২৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম-সহ বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে ফরাসি ভাষা কার্যক্রম সম্প্রসারণের বিষয়েও আলোচনা করা হয়।

প্রখ্যাত ফরাসি ঔপন্যাসিক ও দার্শনিক আঁদ্রে মালরোর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং আলিয়ঁস ফ্রঁসেজের যৌথ উদ্যোগে আগামী নভেম্বরে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের বিষয়ে তাঁরা আলোচনা করেন।

উল্লেখ্য, আঁদ্রে মালরো ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একজন দৃঢ় সমর্থক ছিলেন। সে সময় তিনি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গঠন করেন এবং সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

কটনকানেক্ট লিমিটেডের সিইও

যুক্তরাজ্য-ভিত্তিক সামাজিক উদ্যোগ 'কটনকানেক্ট লিমিটেডের' সিইও অ্যালিসন ওয়ার্ড গত ৫ মে ২০২৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। কটনকানেক্ট লিমিটেডের পরামর্শক ড. মো. ফরিদ উদ্দিন-সহ কয়েকজন কর্মকর্তা তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ এস এম মহিউদ্দিন এবং অধ্যাপক ড. মো. জসীম উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা কার্যক্রমের উন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্বের স্বনামধন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে যৌথ সহযোগিতামূলক একাডেমিক ও গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

পরে, গবেষণা কার্যক্রম উন্নয়নের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগ এবং কটনকানেক্ট লিমিটেডের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ এস এম মহিউদ্দিন এবং কটনকানেক্ট লিমিটেডের সিইও অ্যালিসন ওয়ার্ড নিজ নিজ পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

ফিলিস্তিনি ছাত্রীদের শিক্ষা সহায়তায় ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক

ফিলিস্তিনি ছাত্রীদের শিক্ষা সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ফিলিস্তিন দূতাবাস ও ইসলামী ব্যাংকের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় সমঝোতা স্মারক গত ১৭ মে ২০২৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের সভাকক্ষে স্বাক্ষরিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত মি. ইউসুফ এস. ওয়াই. রমজান এবং ইসলামী ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. এম কামাল উদ্দিন জসিম নিজ নিজ পক্ষে সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আলমোজাদ্দেদী আলফেছানী, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স অফিসের পরিচালক এবং ইসলামী ব্যাংকের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

সমঝোতা স্মারক অনুযায়ী, ইসলামী ব্যাংক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন একাডেমিক প্রোগ্রামে ভর্তি হওয়া ১২ জন ফিলিস্তিনি ছাত্রীকে পড়াশোনা ও জীবনযাত্রার খরচ বাবদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। এই সমঝোতা স্মারক বাস্তবায়নের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স অফিস স্থানীয় আয়োজক হিসেবে কাজ করবে।

উল্লেখ্য, ফিলিস্তিনের ১২ জন ছাত্রীকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর প্রোগ্রামে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের টিউশন ফি ও আনুষঙ্গিক খরচ বাবদ প্রায় ৮৫,৫৫০ মার্কিন ডলার (যা বাংলাদেশী মুদ্রায় ১,০৬,৯৩,৭৫০ টাকার সমতুল্য) সম্পূর্ণ মওকুফ করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই ১২ জন ফিলিস্তিনি ছাত্রীকে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য ইতোপূর্বে ইসলামী ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে প্রস্তাব দেয়।

ঢাবি উপাচার্যের শুভেচ্ছা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জানান তিনি। উপাচার্য শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন ঈদযাত্রা কামনা করেন এবং সবার সুস্বাস্থ্য, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করেন।

উপাচার্য দেশ ও জাতির অব্যাহত অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করেন।

আইবিএ'র ৫৮তম সমাবর্তন

(২য় পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষকবৃন্দ ও অভিভাবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সমাবর্তনে বিবিএ প্রোগ্রামের ১১৬, এমবিএ প্রোগ্রামের ১২৬, এক্সিকিউটিভ এমবিএ প্রোগ্রামের ১২২ ও ডিবিএ প্রোগ্রামের ১ শিক্ষার্থীকে ডিগ্রি প্রদান করা হয়। সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জন করায় বিবিএ প্রোগ্রামের মাইশা ইসলাম মোনামিকে হাজেরা খানম স্বর্ণপদক ও এমবিএ প্রোগ্রামের মো. শফিক আজিজ হিমেলকে এটিএম জাকারিয়া খান স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়। এছাড়া, অসাধারণ একাডেমিক ফলাফলের জন্য ২৬ জন শিক্ষার্থী ডিরেক্টর'স অনার লিস্টে স্থান পান।

চীন-বাংলাদেশ গোলটেবিল বৈঠক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কর্মসূচি গ্রহণ করা দরকার। নগর ও পানি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং আমাদের জটিল নদী ব্যবস্থা ও পরিবহন নেটওয়ার্কের উন্নয়নে উদ্ভাবনী সমাধানের ক্ষেত্রে তিনি চীনের সহযোগিতা কামনা করেন।

বাংলাদেশে চীনা অধ্যয়নের ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর চায়না স্টাডিজ চীন-বাংলাদেশ সম্পর্ক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ এবং চীনের শিক্ষাবিদ, গবেষক, বিশেষজ্ঞ এবং নীতিনির্ধারকরা 'গভর্নেন্স এক্সপরিয়েন্স এক্সচেঞ্জ' শীর্ষক দিনব্যাপী গোলটেবিল বৈঠকের বিভিন্ন অধিবেশনে অংশগ্রহণ করেন।

চীনা প্রতিনিধিদল

চীনের সাংহাই ইনস্টিটিউটস ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ (এসআইআইএস)-এর প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক চেন দোংজিয়াও-এর নেতৃত্বে ১২-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ৭ মে ২০২৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছে। প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা ছিলেন ইউনান ইউনিভার্সিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ডুয়ান জিংউউ, একাডেমি অফ কনটেম্পরারি চায়না অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড স্টাডিজের ভাইস প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ফ্যান দাকি, টংজি ইউনিভার্সিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক এলভি পেইমিং, ইস্ট চায়না নরমাল ইউনিভার্সিটির ভাইস প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক উ জিয়ান এবং চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আরও কয়েকজন কর্মকর্তা।

পরে চীনা প্রতিনিধিদলের সদস্যরা উপাচার্যের সভাকক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর চায়না স্টাডিজ-এর অ্যাকাডেমিক বোর্ডের পূর্ণাঙ্গ সভায় যোগদান করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম সভায় সভাপতিত্ব করেন। এই অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. এ এম সারওয়ারউদ্দিন চৌধুরী, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইসমাইল, ইউনিভার্সিটি অফ লিবারেল আর্টসের ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. সামসাদ মর্তূজা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স অফিসের পরিচালক অধ্যাপক ড. সৈয়দা রোযানা রশীদ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম শিক্ষা ও গবেষণা সহযোগিতা সম্প্রসারণ এবং তরুণদের জন্য শিক্ষার আরও সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে চীনা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে কাজ করার ব্যাপারে গভীর আগ্রহ প্রকাশ করেন।

তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ সহযো-গিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী বিনিময় কর্মসূচি, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং আরও সহযোগিতামূলক উদ্যোগ জোরদার করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

সুইডেন দূতাবাসের প্রতিনিধি

ঢাকাস্থ সুইডেন দূতাবাসের ফার্স্ট সেক্রেটারি (পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন) নায়োকা মারটিনেজ বেকস্ট্রম গত ৬ মে ২০২৬ উপাচার্যের কার্যালয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম-এর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন।

সাক্ষাৎকালে পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, তরুণদের সম্পৃক্ততা এবং নীতিনির্ধারণ প্রক্রিয়ায় জনসম্পৃক্ততা জোরদারের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। উভয় পক্ষ এ বিষয়ে চলমান বিভিন্ন কার্যক্রম এবং ভবিষ্যৎ সহযোগিতার সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন।

বৈঠকে জানানো হয়, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, সুইডেন ও জার্মানির সহায়তায় ইতোমধ্যে একাধিক পাবলিক কনসালটেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে, যেখানে তরুণদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়েছে। এসব উদ্যোগের লক্ষ্য হলো পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জটিল বিষয়গুলো সহজভাবে সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা এবং এ বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা।

এউপলক্ষ্যে একটি কর্মসূচি আয়োজনের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। এতে প্রায় ২৫০ জন শিক্ষার্থী ও সিভিল সোসাইটি প্রতিনিধির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। কর্মসূচিতে আন্তর্জাতিক অংশীদারদের পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সক্রিয় সম্পৃক্ততা থাকবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম এ ধরনের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

তিনি বলেন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় তরুণদের সম্পৃক্ততা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বিশ্ববিদ্যালয় এ ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে।

ঢাবি-বিডিরেন চুক্তি

এবং অন্যান্য ডিজিটাল একাডেমিক রিসোর্স ব্যবহারের সুযোগ পাবেন। একই সঙ্গে গবেষণা ও উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নে উভয় প্রতিষ্ঠান পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করবে।

সমঝোতা স্মারকে বলা হয়েছে, BdREN দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মেডিকেল কলেজ, গ্রন্থাগার ও অন্যান্য শিক্ষা-গবেষণা প্রতিষ্ঠানের জন্য উচ্চগতির নেটওয়ার্ক এবং ডিজিটাল রিসোর্স ব্যবহারের সুবিধা প্রদান করে আসছে।

এই চুক্তির মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্বল্প ব্যয়ে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিভিন্ন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের ই-রিসোর্স ব্যবহারের সুযোগ পাবে। চুক্তি অনুযায়ী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ই-রিসোর্স ও ডিজিটাল সেবা সাবস্ক্রাইব করতে পারবে এবং এ সংক্রান্ত পৃথক চুক্তি সম্পাদিত হবে।

এছাড়া গবেষণা কার্যক্রম সম্প্রসারণ, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বিনিময় এবং প্রযুক্তিনির্ভর উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নে উভয় প্রতিষ্ঠান একযোগে কাজ করবে। (৪য় পৃষ্ঠার পর)

২২জন শিক্ষার্থী পেলেন ‘ড. মালিহা খাতুন-মুহাম্মদ নুরুল হুদা ট্রাস্ট ফান্ড’ বৃত্তি

পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, গণিত বিভাগ এবং রসায়ন বিভাগের বিভিন্ন সেশনের ২২জন শিক্ষার্থীকে ‘ড. মালিহা খাতুন-মুহাম্মদ নুরুল হুদা ট্রাস্ট ফান্ড’ বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম গত ১১ মে ২০২৬ উপাচার্যের সভাকক্ষে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. মোফাজ্জল হোসেন, রসায়ন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. ফরিদা বেগম, গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শাপলা শিরিন, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. কাজী হানিয়াম মারিয়া, ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা মুহাম্মদ নুরুল হুদা ও সংশ্লিষ্ট দফতরের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ, গণিত বিভাগ ও রসায়ন বিভাগের ৪ টি সেশনের ১ম বর্ষ সম্মান শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা হয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে এককালীন ১২ হাজার টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হয়।

বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন- পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের মো. ফয়সাল, সুমাইয়া শারমিন যুথি, শোভন মন্ডল, ফাহমিদা আক্তার সিনহা, উম্মে মুমতাহানা বিনতে তাহের, মো. মিরাজ মোর্শেদ, মো. নূরনবী ও মো. রাইসুল হাসান। গণিত বিভাগের রাবেয়া আক্তার দিবা, মো. মাসুম রানা, সুমন ফকির, শ্রাবনী রানী আচার্য্য, মোছা. নিশি খাতুন, শারমিন পারভীন, মো. আতোয়ার হোসেন ও তাহমিনা সুলতানা।

রসায়ন বিভাগের নুরে আলম রায়হান, মো. ইব্রাহিম হোসেন, মো. আঃ রকি, স্বাধীন কর্মকার, মো. তৌহিদুল ইসলাম তুহিন ও সাদাত হোসেন রানা।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, শিক্ষার্থীদের মেধা ও সাফল্যের স্বীকৃতি দিতে বিভিন্ন ট্রাস্ট ফান্ড ও বৃত্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ ধরনের উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে এবং তাদের আরও ভালো ফলাফল অর্জনে উৎসাহ জোগায়।

উপাচার্য বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও শুভানুধ্যায়ীরা যখন শিক্ষার্থীদের কল্যাণে এগিয়ে আসেন, তখন তা শুধু আর্থিক সহায়তা নয় বরং এটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি তাদের ভালোবাসা ও দায়বদ্ধতার বহিঃপ্রকাশ। তিনি দাতা পরিবারকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, তাঁদের এই অবদান শিক্ষার্থীদের জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। তিনি আরও বলেন, পুরস্কারের অর্থমূল্যের চেয়ে এর স্বীকৃতি ও সম্মান অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একজন শিক্ষার্থী যখন তার মেধা ও সাফল্যের জন্য স্বীকৃতি পায়, তখন তা তাকে ভবিষ্যতে আরও ভালো কাজ করার প্রেরণা দেয়।

ঢাবি এবং আনহুয়ি নরমাল বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

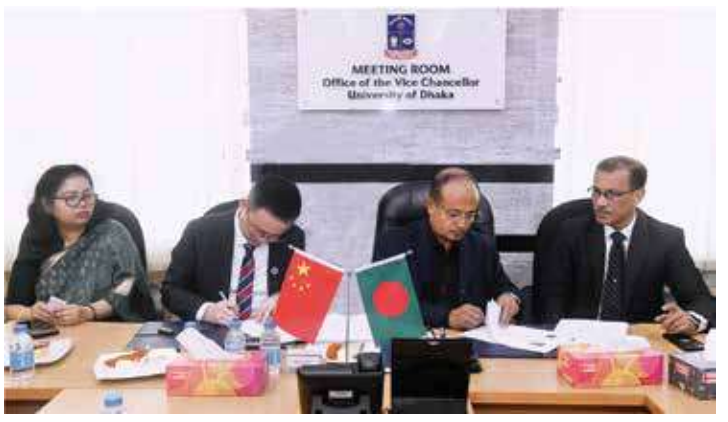

শিক্ষা ও গবেষণা সহযোগিতা জোরদারের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং চীনের আনহুয়ি নরমাল বিশ্ববিদ্যালয়ের (Anhui Normal University) মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

গত ৬ মে ২০২৬ উপাচার্যের সভাকক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম এবং আনহুয়ি নরমাল ইউনিভার্সিটির প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ড. শিয়ং ইউজিয়ে (Prof. Dr. Xiong Yujie) নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন।

এসময় তৎকালীন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. মোফাজ্জল হোসেন, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স অফিসের পরিচালক অধ্যাপক ড. সৈয়দা রোযানা রশীদ, কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের পরিচালক ড. ইয়াং হুই, বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্ট দফতরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষা, গবেষণা ও একাডেমিক কার্যক্রমে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। বিশেষ করে যৌথ গবেষণা, একাডেমিক সেমিনার আয়োজন, শিক্ষক ও গবেষক বিনিময় এবং যৌথ গবেষণাগার বা গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এর মাধ্যমে রসায়ন, উপকরণ বিজ্ঞান, পরিবেশ ও প্রতিবেশ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং ন্যানো প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয়ে যৌথ গবেষণার সুযোগ সৃষ্টি হবে।

এছাড়া মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষা ক্ষেত্রেও দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করা হবে। চীনা ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস এবং দর্শন বিষয়ে যৌথ গবেষণা, সেমিনার, স্বল্পমেয়াদি কোর্স এবং একাডেমিক বিনিময় কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হবে।

সমঝোতা স্মারকে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও কর্মকর্তা বিনিময় কর্মসূচির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য ইন্টার্নশিপ ও গবেষণা কার্যক্রমের সুযোগ তৈরি হবে।

স্বাক্ষরের তারিখ থেকে পরবর্তী পাঁচ (৫) বছর পর্যন্ত এই সমঝোতা স্মারক কার্যকর থাকবে, যা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নবায়নযোগ্য। সমঝোতা স্মারক বাস্তবায়নের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ডিনকে ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে। অপরদিকে, আনহুয়ি নরমাল ইউনিভার্সিটির ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড কো-অপারেশন বিভাগের পরিচালক সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করবেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, স্বাধীনতার পর থেকে চীন বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সহযোগী দেশ। শিক্ষা, গবেষণা ও প্রযুক্তিগত উন্নয়নে দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও সুদৃঢ় হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

তিনি আরও বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও গবেষক বিনিময়ের মাধ্যমে পারস্পরিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। যৌথ গবেষণা, একাডেমিক সহযোগিতা এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে এই সম্পর্ককে আরও বিস্তৃত করা সম্ভব।

ন্যানোপ্রযুক্তি বিষয়ক সেমিনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ন্যানোপ্রযুক্তি সেন্টারের উদ্যোগে ‘Advances in Functional Nanomaterials’ শীর্ষক এক সেমিনার গত ৯ মে ২০২৬ সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন সায়েন্সেস (কারস্) সেমিনার রুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম প্রধান অতিথি হিসেবে এই সেমিনার উদ্বোধন করেন।

ন্যানোপ্রযুক্তি সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. ফরিদা বেগমের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. মোফাজ্জল হোসেন বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ মিজানুর এবং রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আহসান হাবীব প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শাহ্ মিরান ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. এমরান কাইয়ুম টেকনিক্যাল সেশনে সভাপতিত্ব করেন। সেমিনারে বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিলেন।

প্রো- ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম আধুনিক বিশ্বে ন্যানোপ্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা ও উদ্ভাবনের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, পরিবেশ সংরক্ষণ, আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং ইলেকট্রনিড খাতে ন্যানোপ্রযুক্তির বহুমাত্রিক ব্যবহারের মাধ্যমে দেশকে সামনে এগিয়ে নিতে হবে। তিনি বলেন, শুধু নিজস্ব অর্থায়নের ওপর নির্ভর না করে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও বিদেশি গবেষণা তহবিলের মাধ্যমে গবেষণার পরিধি বাড়াতে হবে ও গবেষণার মানকে আরও সমৃদ্ধ করতে হবে। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বমানের গবেষণা প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করতে হলে জ্ঞান বিতরণের পাশাপাশি নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করা জরুরি। এ লক্ষ্যে তিনি গবেষণার সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশে নানাধরনের শিল্প ও সেবাখাতে আধুনিক প্রযুক্তি হিসেবে ন্যানোপ্রযুক্তির প্রয়োগ, অভিযোজন, সম্প্রসারণ ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতা অর্জন ও জনকল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ন্যানোপ্রযুক্তি সেন্টার কাজ করছে।

আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি বিষয়ক কর্মশালা

বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ এবং সেন্টার ফর ইন্টাররিলিজিয়াস এন্ড ইন্টারকালচারাল ডায়ালগ (সিআইআইডি)-এর যৌথ উদ্যোগে "বাংলাদেশে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি: চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা" শীর্ষক এক কর্মশালা গত ২৭ এপ্রিল ২০২৬ কলা ভবনের শহিদ মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে । প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই কর্মশালা উদ্বোধন করেন। হিট প্রজেক্টের আওতায় এই কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আবু সায়েমের সভাপতিত্বে কর্মশালায় সিআইআইডি'র প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক অনারারি অধ্যাপক ড. কাজী নূরুল ইসলাম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সিআইআইডি'র পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইলিয়াছ স্বাগত বক্তব্য দেন। প্রজেক্টের এসপিএম ড. মো. দিদারুল ইসলাম মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম বলেন, ঐতিহ্যগতভাবেই দীর্ঘদিন যাবৎ বাংলাদেশে আন্তঃধর্মীয় শান্তি ও সম্প্রীতি বিরাজ করছে। বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়ার গুজব এই শান্তি ও সম্প্রীতির পথে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ । শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ঐক্যবদ্ধভাবে এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থানকে সম্মানজনক পর্যায়ে উন্নীত করতে তিনি শিক্ষকদের মানসম্মত আন্তর্জাতিক প্রকাশনা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে বৈশ্বিক মান অর্জনে বিদেশি শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সংখ্যা বাড়ানো প্রয়োজন।

দিনব্যাপী কর্মশালার ৩টি সেশনে বিভিন্ন দেশ ও নানা ধর্মের বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেন।

'কোরিয়ান কালচারাল ডে' উদ্‌যাপন

কোরিয়া ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (কোইকা)-এর উদ্যোগে দিনব্যাপী 'কোরিয়ান কালচারাল ডে' গত ৭ মে ২০২৬ আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে উদ্‌যাপিত হয়েছে। কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

উদ্বোধনী পর্বে আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আবছার কামাল, কোইকা'র বাংলাদেশ ও ভুটানের কান্ট্রি ডিরেক্টর ঝিহুন কিম এবং কোইকা বাংলাদেশ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. সাইফুল্লাহ পান্না বক্তব্য রাখেন। কোইকা'র বাংলাদেশ অফিসের প্রোগ্রাম অফিসার নূর চৌধুরী অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নে সহযোগিতার জন্য কোইকাকে ধন্যবাদ জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক মানের ল্যাবরেটরি স্থাপনে তিনি কোইকা'র সহযোগিতা চান। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য দক্ষিণ কোরিয়ার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

উদ্বোধনী পর্ব শেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। সেখানে কোরিয়ান গানের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা নৃত্য পরিবেশন করেন।

ভৌত রসায়ন গবেষণার উন্নয়নে ১০ লাখ টাকার নতুন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন

ভৌত রসায়ন গবেষণার উন্নয়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘অধ্যাপক এম মুহিবুর রহমান ট্রাস্ট ফান্ড’ শীর্ষক নতুন একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। স্বামীর স্মৃতি রক্ষার্থে ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের জন্য প্রয়াত অধ্যাপক এম মুহিবুর রহমানের স্ত্রী মিসেস শামীম রহমান ১০ লাখ টাকার একটি চেক গত ১৭ মে ২০২৬ উপাচার্যের সভাকক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলামের কাছে হস্তান্তর করেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী'র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে রসায়ন বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. ফরিদা বেগম, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইউসুফ আলী মোল্লাহ, অধ্যাপক ড. মো. আবু বিন হাসান সুসান, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শাহ মিরান এবং দাতা পরিবারের সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন বিভাগের একজন এমএস শিক্ষার্থীকে ভৌত রসায়ন শাখায় ম্যাটেরিয়াল ক্যামিস্ট্রি বিষয়ে গবেষণার জন্য গবেষণা অনুদান প্রদান করা হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম প্রয়াত অধ্যাপক এম মুহিবুর রহমানের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও উদ্ভাবনে প্রয়াত এই অধ্যাপকের অসামান্য অবদানের কথাও তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

উল্লেখ্য, রসায়ন বিভাগের প্রয়াত অধ্যাপক ড. এম মুহিবুর রহমান সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন সায়েন্সেস এবং বোস সেন্টার ফর এ্যাডভান্সড স্টাডি এন্ড রিসার্চ ইন ন্যাচারাল সাইন্সেস-এর পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ২০১৭ থেকে ২০১৯ সাল পর্যন্ত তিনি ইউজিসি অধ্যাপক ছিলেন। ২০২৫ সালে ৮১ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন।

উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় ডিজিটাল সহযোগিতা বাড়াতে ঢাবি-বিডিরেন চুক্তি

গবেষণা, বিজ্ঞান শিক্ষা এবং ডিজিটাল একাডেমিক রিসোর্স ব্যবহারে সহযোগিতা জোরদারের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশন নেটওয়ার্ক (BdREN)-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত ১০ মে ২০২৬ উপাচার্যের সভাকক্ষে এই সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। এই সমঝোতা স্মারক প্রাথমিকভাবে পাঁচ বছরের জন্য কার্যকর থাকবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং বাংলাদেশ রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশন নেটওয়ার্ক (BdREN)-এর পক্ষে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মোহাম্মদ তাওরিত সমঝোতা স্মারকে স্বাক্ষর করেন। এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক অধ্যাপক ড. কাজী মোস্তাক গাউসুল হক ও সংশ্লিষ্ট দফতরের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এই সমঝোতা স্মারকের আওতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীরা আন্তর্জাতিক মানের ই-জার্নাল, ই-বুক, গবেষণা ডাটাবেজ, সফটওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন

(পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪)

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ভলিবল (ছাত্রী) প্রতিযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ভলিবল (ছাত্রী) প্রতিযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। প্রতিযোগিতায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিতীয় এবং যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় তৃতীয় স্থান লাভ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টুম্পা আক্তার সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন। গত ১৬ মে ২০২৬ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। খেলা শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভলিবল কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. বেলাল হোসেনের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এসময় শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত পরিচালক এস এম জাকারিয়া, ডাকসু'র ক্রীড়া সম্পাদক আরমান হোসেন-সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও খেলোয়াড়বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সম্পাদক: মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: ফররুখ মাহমুদ, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন ও মো. আবু বকর সিদ্দিক
ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও নাসির আহমেদ তুষার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৫৫২৩২২১৩৮